লেবু কচলে তিতা

অর্নব বিষয়টি যেহেতু পুরনো আপনিই বলছেন তাই আমিও এর দীর্ঘ উত্তর লিখতে চাচ্ছি না। কারণ কথায় কথা হবে কাজ হবে না। আমি আমার লেখার প্রথম পয়েন্টেই লিখেছিলাম যে আপনাদের চরম সদিচ্ছার অভাব। দেখে দেখে টুকলিফাইং এ ভুল হলো ইচ্ছার অভাব আর কিছুই না। কজন এ্যামেরিকান ছাত্র আপনার বিল্পবের ক্লাশমেট ছিল যে উনি তাদের নামের শুদ্ধ উচ্চারন আর বানান জানেন আর মুসলমানদের আরবী নাম ভুলে হয়ে যায়? ভুল সবার হতে পারে, সেটা সমস্যা না। আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বেতো নই। ভুল নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে না। যেমন এ আর রেহমানের নাম আপনি বলছেন আমি ভুল লিখেছি, হতেই পারে কারণ উনার নাম বাংলায় লেখাতো আমি কোথাও দেখেনি। আমি সবসময় ইংরেজীতেই উনার নামের বানান দেখেছি। কিন্তু আমি যদি জানা সত্বেও বারবার আপনাকে আর্নব লিখে যাই সেই ভুল আর এ আর রেহমানের নামের বানান ভুল কিন্তু এক জায়গায় পড়ে না। ডাচ ভাষায় ইংরেজী " j" শব্দের উচ্চারন হয় অনেকটা ইংরেজী "y" এর মতো। এদের বর্ণমালাতে "জে"ই নেই। যেমন ইংরেজীতে যেটা "জোসেফ" ডাচে সেটা "য়োসেফ"। নেদারল্যান্ডসের থাকার কারণে প্রধানত চারটা ভাষা ব্যবহার করছি ডাচ, ইংরেজী, হিন্দী আর বাংলা। তবে দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার কারণে জার্মান, ফ্রেঞ্চও কিছুটা বুঝতে পারি। এখানে প্রচুর শব্দ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নেয়া। এখানে বাঙ্গালী, পাকিস্তানী, আফগানী, ইরাকী, ইরানী, জাপানী, ইন্দোনেশিয়ান, টার্কী, ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ডাচ, বেলজিয়ানদের সাথে প্রতিদিনের জীবন। আমরা সবাই প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারন করতে পারি সে যে ভাষার সে জাতেরই হোক, কথা বলতে পারি, লিখতে পারি। আমরা সব জাতির সবার নাম সঠিককভাবে লিখতে পড়তে পারি কারণ আমাদের কারো মধ্যে সুপিরিয়টি কমপ্লেক্স নেই আর আমরা চাই শুদ্ধভাবে বলতে, আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অনেক বেশী। আমার নিজের ডাক নাম "স্বাতী" যার ইংরেজী বানান হয় "swati" অনেকেই বানানের মতো উচ্চারন করেন কিন্তু যখন শুদ্ধভাবে উচ্চারন শিখিয়ে দেয়া হয় তারপর কারো আর ভুল হয় না। সেটা আমার বেলায়ও একই রকম সত্য, অনেক সময় কোন নাম আমাকে পাচবার জিজ্ঞেস করে, উচ্চারন আর বানান জেনে নিতে হয়, কিন্তু ওই যে আমাদের ইচ্ছা আছে তাই আমরা উপায় খুজে নেই। সারা পৃথিবীতে আমাদের নাম ঠিকভাবে লিখতে পারেন না আমাদের কোলকাতার সমভাষাভাষী দাদারা, তাদের সমস্যা হয় কিন্তু তারা পাঞ্জাবী, তামিল, হিন্দী, মারাঠী, তেলেগু সব ভাষার নাম শুদ্ধ লিখতে পারেন, একথা আর যার পক্ষেই মানা সম্ভব, আমার পক্ষে না। বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাতে হবে না অর্নব, হাইকোর্ট বাদ দিয়ে সুপ্রীমকোর্ট আমাদের দেখাই আছে।

বাংলার মতো স্বয়ং সর্ম্পুন ভাষা আরবীর দ্বারস্থতো হয়নি। অনেক অনেক দিন থেকেই বাংলা তথা পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু সুফী সাধকদের আগমন ঘটে বাংলায় তাও এদের অনেকে এসেছেন সুদূর আরব থেকে। তখন থেকেই বাংলায় আরবী শব্দের মিশ্রন ঘটে, যেগুলো এখন স্বীকৃত বাংলা শব্দ। মুঘল সম্রাট বাবর

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

যখন তুর্কী থেকে এসে দিল্লী দখল করেন এবং আস্তে আস্তে তার দূত চারিদিকে পাঠান সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তখন থেকে সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায়ও কিছু কিছু আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ ঢুকে যায়। পানি, দাওয়াত, চা বা চায়ে ইত্যাদি তাই এর বেশী কিছু না। শুদ্ধ সংস্কৃত হিন্দীর সাথেও প্রচুর উর্দু, আরবী, ফার্সী শব্দ ঢুকেছে। যার জন্য শুদ্ধ হিন্দী হয়তো জ-উ-ল হওয়ার কথা ছিল,কিন্তু কথ্য হিন্দীতে হয়েছে পানি। এটা এখন সংস্কৃতি বা ওয়ে ওফ লিভিং। যেমন মোঘলাই খাবার এখন আর বিদেশীতো নয়ই বরং ভেরী মাচ ইন্ডিয়ান, হাল আমলের লেহেঙ্গাচোলীতো মুঘলাই পোষাক ঘাঘরা, কুর্তার আধুনিক সংস্কার, নয় কি? প্রত্যেক ভাষায় বিদেশী শব্দের আমদানীকে ভাষাবিদরা বলেন ভাষার সমৃদ্ধি, কোন ভাষায় একটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দকে স্বাগতম জানানো হয়, কিন্তু পশ্চিম বাংলার লোকরা বাংলাদেশীদের বাংলা ভাষার এই সমৃদ্ধিকে কেন সবসময় সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন আমি বুঝতে পারি না। এতো চিরদিনের ভাষা রীতির লংঘন। বরং অনেক ধরনের আঞ্চলিক ভাষা এবং আঞ্চলিক শব্দ আমাদের বাংলা ভাষার ভান্ডারকে এতো সমৃদ্ধ করে রেখেছে যে এর সাথে শুধু কোলকাতার একধরনের মনোটোনাস ভাষার তুলনা করার প্রশ্নই আসে না। আমাদের পক্ষে আরবী বানানগুলো ত্যাগ করা একান্ত কঠিনতো বটেই, তাছাড়া আপনাদের অসুবিধার জন্য আমাদের নিজস্ব এতোদিনের সংস্কৃতি ত্যাগ করার বা মোডিফাই করার কথাই বা আসে কেন? ভাষা, সাহিত্য, মাতৃভাষা দিবস, সিনেমা, কবিতা কোন দিকেই আমরা আপনাদের মুখাপেক্ষীতো নয়ই বরং আমরা সারা বিশ্বে বাংলাভাষার গৌরবময় উপস্থাপক, আমরা কেনো কোন কারণ ছাড়াই এর প্রামান্য প্রতিলিপি তৈরী করতে বসব, আমরাতো বানান ভুল করি না। আপনারা ছাড়া এই পৃথিবীর কারো কোন সমস্যাই নেই আমাদের নামের বানান নিয়ে। সমস্যা যাদের সমাধানের ব্যবস্থা তারাই করবেন, আমরা কেনো? আমরা কেনো আমাদের উজ্জল, গৌরবের ঐতিহ্য ত্যাগ করব? আমাদের পূর্বপুরুষরাতো বায়ান্ন সালে কোলকাতার বাংলা রক্ষা করার জন্য রক্ত দেয় নি, আমরা কি করে তাদের রক্তকে অপমান করব? কি অধিকার আছে আমাদের? আমরা যদি বলি আপনারা এয়েচি, গিয়েচি, নেবু, নক্কা ত্যাগ
করুন, করবেন আপনারা? তবে যদি কোন পেপারে কেউ বানান ভুল লিখে থাকেন আপনি অবশ্যই চিঠিতে শুদ্ধ বানান লেখার কথা জানাতে পারেন, আমার ধারণা এটা নিতান্তই কারো ব্যক্তিগতা অজ্ঞতার জন্যই হয়ে থাকা ভুল।

আপনি মানলেনতো আপনাদের আধুনিক সাহিত্যেও ইংরেজী প্রযুক্তি পরিভাষা ঢুকছে। পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম। একটা কথা কোথাও পড়েছিলাম "মানুষ মরে গেলে ঝড়ে যায়, বেচে থাকলে বদলায়"। এই বদলানো শব্দটা যদি আপনি আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে ব্যাখার অর্থে নেন তাহলে নিশ্চয়ই মানবেন খাদ্যাভাস থেকে শুরু করে পোষাকসহ বোলচাল সবই যুগে যুগে পরিবর্তন হতে থাকে। কনষ্ট্যান্ট বলতে কিছুই নেই। বঙ্কিমের ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথ তাই আলাদা, সুনীল থেকে ব্রাত্য বসুও তাই আলাদা। সময়কে উপস্থাপন করাটাই সাহিত্যের ধর্ম। তাই একজন শহীদুল্লাহ কায়সার থেকে একজন হুমায়ূন আহমেদ এক সময় কালের বিবর্তনে বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। এক সময় একটা সুন্দর গান শুনলে বলা হতো বেশ সুন্দর গানতো এখন আমাদের যুগে আমরা বলি জোশতো গানটা বা জটিলতো গানটা। এরকম বহুকিছু আপনার সামনেই চোখ মেললে দেখতে পাবেন।

আপনি কুড়ে তাই হয়তো স্বমাতৃভাষার শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে পারেন না কিন্তু আপনার স্বগোত্রীয় সবাইতো কুড়ে নয়, তারা খুব ভালোই অর্থশুদ্ধ এই শব্দগুলো জানেন। বাকাভাবে

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

শব্দগুলো প্রয়োগ করার চব্বিশ ঘন্টা পার হওয়ার আগেই আপনার প্রতিবাদ লিপি এসে যায় আর আমাদের নামের বানানগুলো লেখার সাথেই দিয়ে দেয়া থাকে এবং বারবার বলা সত্বেও আপনারা রোজ রোজ নতুন নতুন ছেলে ভুলানো "উছিলা" ব্যাখা পাঠান আমাদের নাম ভুল লেখার স্বপক্ষে যুক্তি নিয়ে, আমাদের কেমন লাগে ভাবুনতো একবার? আপনি আপনার আগের লেখাই লিখেছিলেন আপনি শিল্পনন্দন সিনেমা উৎসবের সময় সিনেমা দেখে থাকেন। তাহলে "দামান" শব্দটিতো আপনার জানা থাকা উচিৎ ছিল অর্নব। কল্পনা লাজমীর নির্দেশনা, চিত্রনাট্য আর ভুপেন হাজারিকার সংগীত ও সার্বিক সহযোগিতায় আসামে এই বিখ্যাত সিনেমাটি নির্মিত হয়। ২০০২ কিংবা ২০০৩ সালে এটি শ্রেষ্ঠ চলচিত্র পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার জিতে নেয়। তারমানে কি ধরে নেবো এই যে আপনি এর আগের লেখায় তর্কের খাতিরে আমার সাথে তর্ক দিয়েছিলেন কিন্তু সব কথা ও তথ্য সত্য ছিল না?

প্রত্যেকের নামের বানানই তার বাবা-মায়ের ইচ্ছার উপর কিছুটা নির্ভর করে, ব্যক্তিগত স্বাধী নতা, রুচির উপর নির্ভর করে। নামের বানান লেখার কোন গ্রামার তৈরী হয়নি। কিন্তু ভুল আর ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাপারদুটো ভিন্ন। যাক, লেবু কচলে অনেক তিতা করা হয়েছে, যক্ষতিতা হওয়ার আগে এই আলোচনাটা এখানেই শেষ হলে ভালো হয়। শেখার থাকলে শিখবেন নইলে যেখানে আছেন "সিম্পল থিংকিং এন্ড বিগ টকিং সেই ইমেজেই থাকবেন।

ধন্যবাদ সবাইকে।

তানবীরা তালুকদার
২৪।০৭।০৬

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com